দৈনিক সংবাদ

তারিখ 16 JAN 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সম্পাদকীয়

এ শোকে সান্ত্বনা নেই

শীতের সকাল সাড়ে সাতটা। চট্টগ্রাম মেইল ঢাকার কাছাকাছি টঙ্গী ও পুবাইল ষ্টেশনের মাঝামাঝি এসে পৌঁছেছে। ঢাকা থেকে উর্মি-অরুণা ছেড়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে চট্টগ্রামের দিকে। যাত্রীরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু হঠাৎ তীব্র ঝাঁকুনি ও বিকট শব্দে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা। ট্রেন দু'টির কয়েকটি বগী ছিটকে পড়ল লাইনচ্যুত হয়ে। বিপরীত দিক থেকে আগত তীব্রগতিসম্পন্ন এই ট্রেন দু'টির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিমেষে হতাহত হল কয়েকশ' যাত্রী।

কিছু দূরে প্রশিক্ষণরত সামরিক জোয়ানরা ছুটে এলেন। উদ্ধারকার্যে হাত লাগালেন তারা। আহতদের চিৎকারে বাতাস ভারি। আরোহীদের মধ্যে যারা প্রাণে বেঁচে গেছে, সঙ্গের আত্মীয়স্বজনের খোঁজ করতে যেয়ে তারাও আর্তচিৎকার করছে। সারা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক আর আর্তনাদ। এক বিরাট দুঃস্বপ্নের মত ঘটনাটা ঘটে গেল।

আত্মীয়স্বজনের নিকট থেকে সহাস্য মুখে বিদায় নিয়ে কেউ ট্রেনে উঠেছিল। কেউ গৃহ প্রত্যাগত স্বজনের প্রত্যাশায় কমলাপুর ষ্টেশনে অধীর আগ্রহে কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এদের আনন্দ আর আশা এক মুহূর্তেই তীব্র ঝড়ের ঝাপটায় বাতির মত নিমেষে নিভিয়ে দিয়েছে। মুমূর্ষুর গোঙানি, আহতদের আর্তকান্নায় আকাশ-বাতাস ভারি। এ দৃশ্য যে দেখেছে, তার বর্ণনার ভাষা নেই। যে দেখেনি তার পক্ষে দুঃস্বপ্নের চেয়ে ভয়াবহ এ দৃশ্য কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্ভবতঃ এটাই বৃহত্তম রেল দুর্ঘটনা। একটি রেল দুর্ঘটনায় এত বেশীসংখ্যক হতাহতের কথা কল্পনা করা যায় না। ভাবা যায় না। অথচ এই অভাবনীয় মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এক রূঢ় সত্য।

এ শোকে সান্ত্বনার ভাষা নেই। নিহতদের পরিবার-পরিজনের শোকের তীব্রতা আমাদের হৃদয়কেও ব্যথায় উদ্বেল করে তুলেছে। জাতীয় বিপর্যয়ের সঙ্গেই তুলনা করা চলে এই ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনাকে। সমগ্র জাতিকে শোকাভিভূত ও বিস্মিত করেছে এই নজিরবিহীন ট্রেন দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। তবুও এই মৃত্যুকে আমরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি না।

মাত্র দু'দিন আগে আন্তর্জাতিক জিয়া বিমানবন্দরের নিকটে একটি রেল ষ্টেশন উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি আমাদের রেলওয়ের কাজকর্ম ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে কথাগুলো উচ্চারণ করেছেন, তা আজ পরিহাসের মত কানে বাজছে। যোগাযোগমন্ত্রীকে তার গতিশীল নেতৃত্বের জন্য প্রশংসা করা হয়েছে। রেল কর্মচারী-কর্মকর্তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিক কাজের জন্য অগ্রগতি হয়েছে বলে রাষ্ট্রপতি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন সেদিন। অতীতের অব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন এটি একটি নিষ্ক্রিয় সংস্থায় পরিণত হয়েছিল।

এই প্রশংসাবাণীর মাত্র দু'দিন পর টঙ্গী ও পুবাইলের মধ্যে দু'টি ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষে এই বিপুলসংখ্যক যাত্রীকে প্রাণ দিতে হল। দক্ষতা বৃদ্ধি ও অগ্রগতির ঢক্কা নিনাদ এই দুর্ভাগা রেলযাত্রীদের মৃত্যুর হিমশীতল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে পারল না।

একই লাইনে দুটো বিপরীতমুখী ট্রেন উঠে এল সবেগে সগর্জনে। কীভাবে। কে বা কারা নির্দেশ দিয়েছিলেন। উভয় ট্রেনকেই লাইন ক্লিয়ারেন্স দিয়েছেন। কেন দিয়েছিলেন? এই ভুল কীভাবে ঘটল? যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কীভাবে এই সর্বনাশা বিভ্রম ঘটেছে? সিগন্যাল ব্যবস্থায় কি ত্রুটি ছিল, না চালক সিগন্যাল অমান্য করেছিল? নিরপেক্ষ তদন্তে এ রহস্য উন্মোচিত হোক।

এই বর্ণনাতীত ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় স্বজন-হারানোদের শোক, আহতদের আর্তনাদ ও যন্ত্রণা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কি বিবেকদংশনে জর্জরিত করবে? এ প্রশ্নের কোন জবাব চাওয়া হচ্ছে না। শুধু আমরা আশা করব এই দুর্ঘটনার শিক্ষা আমাদের সকলকে আত্মম্ভরিতা এবং আত্মপ্রশংসা থেকে নিবৃত্ত রাখুক। কর্তব্য পালনে আরও উদ্বুদ্ধ করুক।

ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের দুঃখ ও বেদনায় আমাদের প্রার্থনা, এই দুঃসহ শোক সহ্য করার শক্তি আল্লাহ তাদের দিন। এ ছাড়া কী-ই-বা সান্ত্বনার বাণী আমরা উচ্চারণ করতে পারি।